[দ্বৈত পাঠের জন্য]

(প্রেমের সংলাপ - ১০)

সন্দেহের মেঘ

কিশোর মজুমদার

চয়নিকা = তোমার কি কোনো কান্ডজ্ঞান আছে ? তুমি …তুমি কি ভুলে যাচ্ছ যে তোমার একটা তরতাজা Girlfriend আছে ?

রুদ্র = তোমার আবার কী হলো ? এত হাই ভোল্টেজ কেন আজ ?

চয়নিকা = হাই ভল্টেজ হবো না ? তোমার ফেসবুক প্রোফাইল দেখলাম জাস্ট । ওই মেয়েগুলোর সাথে কীসের এতো পিরিত তোমার ?

রুদ্র = হয়েছে টা কী বলবে ?

চয়নিকা = বলবো না যাও। তোমার যা খুশি করো। যাকে ইচ্ছে হৃদয় , মন , প্রাণ জান , জামা , কাপড় জুতো , মুজো সব সঁপে দাও গিয়ে যাও – -আমি কিচ্ছুটি বলবো না।

রুদ্র = এবার কিন্তু ভেজা গরম হয়ে যাবে আমার। খুলে বলো তো কি হয়েছে ? কোথায় সমস্যা হয়েছে তোমার বলো ?

চয়নিকা = আগে জানতাম লাভ সিম্বল হৃদয়ের প্রতীক । যাকে হৃদয় দেওয়া হয় তাকেই লাভ রিয়েক্ট দেয় মানুষ।

রুদ্র = ও বুঝেছি । লাভ রিয়েক্ট। আমি ভাবলাম আবার কি না কি । কিন্তু কে ? কাকে হৃদয় দিয়ে দিচ্ছে সস্তা পাইকারি দরে । সেটা তো বলবে।

চয়নিকা = তুমি । তুমিই তো যাকে তাকে দিয়ে দিচ্ছ তোমার লাল টকটকে তাজা হৃদয় । আরো খুলে বলতে হবে ?

রুদ্র = বলো প্লিজ । না বললে বুঝবো কী করে ?

চয়নিকা = ন্যাকা। যেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তে মেয়োনিজ ভরাতে শেখেনি। তুমি সব জানো, জেনে বুঝে আমার সঙ্গে ন্যাকামি মারছো। তুমি – তুমি একটা দুমুখো সাপ। তুমি – তুমি একটা.....

রুদ্র = এই stop.. stop..stop। থমো – থামো। কুল। প্লিজ একটু শান্ত হও। এবার একটা জোরে বুক ভরে নিঃশ্বাস নাও । এইভাবে (হুম..... … হু/ জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে দেখাবে) এরকম আস্তে আস্তে দম ছাড়ো । তারপর বলো । সব ক্লিয়ার করে বলো।

চয়নিকা = ওই মেয়েটা....

রুদ্র = কোথায় ? কোন মেয়েটা ? চারপাশে কাউকেই তো দেখছি না।

চয়নিকা = ফেসবুকে।

রুদ্র = ফেসবুকে...? বলো বলো । ফেসবুকে কি ?

চয়নিকা = (একদমে দ্রুত বলে যায়) ওই নীলপরী মেয়েটা তোমাকে এত বড় একটা কমেন্ট করলো কেন ? আর তুমি খুশিতে গদগদ হয়ে ওকে লাভ রিয়েক্ট দিয়েছো ।

রুদ্র = তো কি হয়েছে ?

চয়নিকা = শুধু ও নয় । অনামিকা, নয়নতারা, অ্যানিডা সবাই বড় বড় কমেন্ট করে - । ইস্ কত ন্যাকা যেন কিছু জানো না।

রুদ্র = কমেন্ট করে । তো ?

চয়নিকা = সবাইকে বড় বড় love react দিয়েছো। একেবারে হৃদয় উজার করে ... খুব পিরিত হয়েছে তোমার না ? কথা বলবো না আজ থেকে । যাও. …

রুদ্র = সমস্যাটা কোথায় ?

চয়নিকা = সমস্যাটা কোথায় মানে ? তোমার হৃদয় মানে হার্ট , এটা , এটা শুধুই আমার । - আমারই ছিল এতদিন। এখন দেখছি গোডাউন হয়ে উঠেছে। যেই যাবে পেয়ে যাবে - তোমার হার্ট।

রুদ্র = উফ...God. । এই পাগল মেয়েটাকে নিয়ে যে কি করবো- ইস্। বলি এতে সমস্যাটা কোথায় ?

চয়নিকা = বাহ্ বাহ্ কচি খোকা। কিছু বোঝে না যেন। আজকে লাভ রিয়েক্ট দিচ্ছ , সেটার মানে বোঝো ? এতে ওরা ধরেই নেবে তুমি ওদের পছন্দ করো। এরপর কাল ইনবক্স করবে। পরশু .... । এই দেখি তো মোবাইলটা কারা কী ইনবক্স করেছে দেখি।

রুদ্র = থামো থামো। please.

চয়নিকা = আজ ইনবক্স করবে কাল ডেটিংয়ের ইনভাইট। পরশু বলবে - একটা কথা বলবো রুদ্র.... আমি না তোমাকে , আমি না - তোমাকে.... (চিৎকার) ডিসগাস্টিং।
রুদ্র তুমি থাকো ওদের নিয়ে। তোমার ওই জলপরী নীলপরী ফুলপরী অনামিকা .....

রুদ্র = চয়নিকা -

চয়নিকা = কী ?

রুদ্র = কোনো বুলবুলি ময়না কাকাতুয়া নয়। আমি চাই শুধু চয়নিকা - আমার চয়না । -সু – চয়না। এইদিকে তাকাও। Please - চয়না -

চয়নিকা = ওদের কেন তোমার হৃদয় খুলে খুলে দিচ্ছ তাহলে ?

রুদ্র = আরে যারা আমার লেখায় কমেন্ট করে তাদের তো রিপ্লাই দিতে হবে নাকি ?

চয়নিকা= তাই বলে লাল টকটকে হৃদয় দিয়ে বসবে ?

রুদ্র= ওহো। তুমি এত উতলা হচ্ছ কেন ? ওটা লাভ রিঅ্যাকশন , মানে ভালোবাসা নিও। ওটা ছোট বড়-যে কোনো কমেন্টেই দেওয়া হয়। এখন ওটা লাভ সিম্বল , মানে প্রেম নিবেদন নয়। বুঝলে ? আর ওই সিম্বল দিলে একেবারে হৃদয় খুলে খুলে দিয়ে দেওয়া নয়। আর -

চয়নিকা= আর ?

রুদ্র= আর ওদের কারো ভালোবাসার এত জোর নেই , যে আমার চয়নিকার কাছ থেকে আমার হৃদয় কেড়ে নিতে পারবে। বুঝলে। তাছাড়া -

চয়নিকা= তাছাড়া ?

রুদ্র= আর। আমার হৃদয়টাই তো তোমার কাছে রাখা আছে। কাজেই সেটা আর কাউকে দেওয়া সম্ভব নয়। বুঝলে ? আমি যতই লাভ সিম্বল দিই , সেটা শুধু একটা ডিজিটাল বিট মাত্র। হৃদয় থোরি সেটা।

চয়নিকা= তাহলে ওরা কেন এত ভালো ভালো কমেন্ট করে , আর তোমাকে পটাতে চায় ?

রুদ্র= শোনো। তুমি কি চাও না লোকে আমার লেখা বেশি বেশি পড়ুক ? বেশি ভালোবাসুক ?

চয়নিকা= চাই তো ।

রুদ্র= তাহলে তো বেশি লাইক, বেশি কমেন্ট, বেশি শেয়ার চাই । চাই তো নাকি ?

চয়নিকা= চাই তো (নরম আদুরে গলায়) ।

রুদ্র= তুমি শিক্ষিতা , সমঝদার একটা মেয়ে। এত অবুঝ হলে হবে ?

চয়নিকা= আমার খুব ভয় করে জানো ?

রুদ্র= ভয়টাকে বিশ্বাস দিয়ে হারিয়ে দাও। ভরসা দিয়ে তাড়িয়ে দাও। এই ভয় থেকেই আসে সন্দেহ। আর সেটা যে কোনো সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয় , জানো তো।

চয়নিকা= তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না তো ?

রুদ্র= আবার সংশয় ? জানো তো আধুনিক দাম্পত্য সম্পর্কগুলোতে - এই হারানোর ভয় থেকেই সন্দেহ আসে। আর সন্দেহ বাড়তে বাড়তে সম্পর্কগুলো তলানিতে ঠেকে যায়। 'ভুল- ক্ষমা- বিশ্বাস' এই তিন মন্ত্র হলো প্রেমের সত্যম্ - শিবম্ - সুন্দরম। এবার একটু হাসো তো দেখি। প্লিজ। হাসো....

চয়নিকা= (কৃত্রিম হাসি দেয়) (হি হি হি হি) I really love you Rudra.

রুদ্র= I love you too.

তোমার কাছে সব টুকু রেখে
ঘুড়ির মতো নীল আকাশে উড়ি
এখন তুমি আমার আকাশ
পাগল করা নীলপরী লালপরী

চয়নিকা= আবার ?

রুদ্র= অবুঝ মেয়ের সবুজ মনের মাঝে
হলদে ধূসর সন্দেহেরই পোকা
উঁকি দিলেই ফেলবে ঝেড়ে তাকে
ভালোবাসার ফুল ফোটাবেই শাখা

চয়নিকা= আমি তোমার সবুজ অবুঝ পাখি
তোমার বুকেই রোজ লুকিয়ে থাকি,
হি হি হি হা হা.....

রুদ্র = বাব্ বা তুমিও দেখছি কবিতা মেরে দিলে ?

চয়নিকা= তোমার কবিতাই তো হতে চাই।

হা হা হা — এতদিনেও বোঝোনি তুমি। কবে বুঝবে বলো তো । কবে বুঝবে ? কবে কবে কবে ?

(কথাগুলো ধীরে ধীরে ফেড আউট হতে থাকবে)

.....